বাসা ছেড়েছি, আশা ছাড়িনি

আশিকুজ্জামান ঢাকা

জীবিকার তাগিদেই আবার ঢাকায় ফিরছেন অনেক শিক্ষার্থী, নতুন করে ঠিকানা খুঁজছেন তাঁরা। ছবিটি প্রতীকী। ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

মার্চ মাসের শুরুতে অনেক শিক্ষার্থীর মতোই গ্রামে চলে গিয়েছিলেন শফিকুল্লাহ। ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রের বাবা মারা গেছেন এক বছর আগে। বড় ভাইয়ের স্বল্প আয়ে সংসার চালানো কঠিন। পরিবারের সমস্যা বুঝতে পেরেই আবার ঢাকায় ফিরেছেন তিনি। আগের টিউশনিগুলো আবার শুরু করেছেন। সংসারের হাল ধরার জন্য চাকরির প্রস্তুতি নিতে ঢাকায় থাকা তাঁর প্রয়োজন। এখন থাকছেন পুরান ঢাকার নারিন্দা এলাকায়।

শফিকুল্লাহ বললেন, ‘ফিরে আসার পর বাড়িওয়ালা ভাড়া একটু কমিয়েছিলেন। তবে নতুন বছরের শুরুতে আবার ভাড়া বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন। আগে আমরা ১০ জন শিক্ষার্থী মিলে মেস ভাড়া নিয়েছিলাম। এখন ৬ জন থাকছি। একদিকে মেস ভাড়ার জন্য মালিকের চাপ, অন্যদিকে খাবার খরচও বেড়েছে। তাই মেস ছেড়ে দিয়ে সবাই মিলে এখন অন্য বাসা খুঁজছি।’

শফিকুল্লাহর মতো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অনেক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা। দীর্ঘদিন ক্যাম্পাস বন্ধ। পড়ালেখার জন্য মেস বা বাসা ভাড়া করে যাঁরা থাকতেন, এখন কেমন আছেন তাঁরা?

নতুন বছর, নতুন শুরু

গত বছরের মার্চ মাসে সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ভাড়া বাসা বা মেস ছেড়ে দিয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) বা নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মতো কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাস বা পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, অনুষদও নিজ নিজ উদ্যোগে পরীক্ষা নেওয়া শুরু করছে। তাই আবার ক্যাম্পাসের আশপাশের বাড়িগুলোতে ফিরতে শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। অবশ্য পড়াশোনা, চাকরির প্রস্তুতি, টিউশনিসহ অন্য নানা কাজে অনেকে ফিরেছেন আগেই। আবাসিক হল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের থাকতে হচ্ছে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়।

পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে ঢাকায় ফিরে খণ্ডকালীন চাকরি খুঁজছেন, এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। মোবাইল নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের সমস্যা থাকায় গ্রামে বসে অনলাইনে ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে, তাই অনেকে বাসা ছেড়ে দিয়েও আবার ঢাকায় নতুন করে বাসা খুঁজছেন। প্রায় এক বছর বাড়িতে বসে থেকে একঘেয়েমি পেয়ে বসেছে, নতুন বছরে নতুন করে শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েও কেউ কেউ ফিরতে শুরু করেছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষে মোট শিক্ষার্থী ৫৪ জন। এর মধ্যে অন্তত অর্ধেক শিক্ষার্থী ঢাকায় ফিরেছেন, বেশির ভাগই টিউশনি ও খণ্ডকালীন চাকরির জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ফার্মেসি বিভাগসহ কয়েকটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে জানা গেল, ঢাকা ছেড়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের অর্ধেকের বেশি আবার ফিরে এসেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আলাউদ্দিন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকরি করার স্বপ্ন তাঁর। সে জন্য প্রস্তুতিও শুরু করেছেন। করোনাকালের শুরুতে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা চলে গিয়েছিলেন। ডিসেম্বরে ফিরেছেন আবার। গত আগস্ট মাসে আগের মেসটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষার্থী মিলে একসঙ্গে থাকতেন। এখন আবার নতুন এক মেসে উঠেছেন।

মেস ভাড়ার যন্ত্রণা

মেসে না থেকেও দীর্ঘদিনের জমা মেসভাড়া দিয়েছেন অনেক শিক্ষার্থী। কোনো কোনো বাড়িওয়ালা শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিতেই তাঁদের আসবাব-কাগজপত্র ফেলে দিয়েছেন, এমন খবরও পাওয়া গেছে। এত ঝক্কিঝামেলার পর আবার নতুন করে বাসা খোঁজা, নতুন ঠিকানায় থিতু হওয়ার চেষ্টা করছেন শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিন এক মেসে, একই বাসিন্দাদের সঙ্গে থেকে যাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন, আবার নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সংগ্রাম করতে হচ্ছে অনেক শিক্ষার্থীকে।

পুরান ঢাকার ঋষিকেশ দাস রোডের বাড়ির এক মালিক কালাম বকস বলেন, ‘আমার দুটি বাড়ির ২০টি ফ্ল্যাটের ১৫টিতে আশপাশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাড়ায় থাকতেন। করোনার মধ্যে পাঁচটি ফ্ল্যাট শিক্ষার্থীরা ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে শিক্ষার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের জন্য মাসে দুই হাজার টাকা করে ভাড়া কমিয়েছি।’

কথা হলো রাজধানীর কবি নজরুল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম উল্লাহর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা এ সময় না ফিরলেই ভালো। সরকার থেকে বিধিনিষেধ আছে। তবে যারা ফিরেছে, আমরা কলেজ প্রশাসন থেকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা মেনে চলা, সচেতন ও সতর্ক থাকার বার্তা দেব।’ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোস্তফা কামাল বলেন, ‘জীবনের তাগিদেই তো শিক্ষার্থীরা ঢাকায়

ফিরছে। যারা ফিরেছে, তাদের সাবধানে থাকতে বলব। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দপ্তর খোলা আছে। যেকোনো প্রয়োজনে প্রক্টর দপ্তর তাদের সহযোগিতা করবে।’

prothomalo.com

স্বত্ব © ২০২১ প্রথম আলো | সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান